কৃষি সুপারিশ

২০-২৪ শে এপ্রিল ,২০২২ (৭- ১০ ই বৈশাখ ১৪২৯)

ভুট্টা- হাইব্রীড ভূট্টার কমপক্ষে ৩ টি সেচের প্রয়োজন, গাছের হাঁটু উচ্চতা, ফুল আসা ও দানা পুষ্টির সময়ে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

বোরো ধান- ধানের দুধ অবস্থায় গন্ধীপোকার আক্রমণ দেখা দেয়।যদি গড়ে ৫টি গুছিতে ১ টি পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ পোকা দেখা যায় তাহলে ফেনভেলারেট ১ মিলি বা অ্যাসিফেট + ফেনভেলারেট ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। অনিশ্চিত আবহাওয়ার যতটা দ্রুত সম্ভব ধান পেকে গেলে কেটে নিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে ঝাড়াই করে গোলাজাত করতে হবে। যে সকল জমিতে ধান পাকতে এখনো কিছুদিন সময় লাগবে, বিশেষত বাদামী শোষকপোকা প্রবণ এলাকায় ধানের গুছির নিচের দিকে নিয়মিতভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সূর্যমুখী- ফুলের পেছনদিক হলদে নরম তুলতুলে হয়ে গেলে এবং বীজ কালো ও শক্ত হলে ফসল কেটে নিতে হবে।

চীনাবাদাম- বোনার ৩০-৩৫ দিন পর গাছের পেগিং এর সময় একর প্রতি ৮০-১০০ কেজি জিপসাম সারির মাঝে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে। শুঁয়ো পোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস্ ,কুইনালফস্ বা ফেনভেলারেট আক্রান্ত ক্ষেতে প্রয়োগ করতে হবে।বাদামের পাতায় এই সময়ে টিক্কা বা মরচে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে । এই রোগের লক্ষণ দেখা গেলে জলে ২.৫ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব বা মাটাল্যাক্সিল ৮ শতাংশ + ম্যানকোজেব ৬৪ শতাংশ মিশ্রণ ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

চৈতি মুগ - বোনার ৩০ দিনের মাথায় ১টা সেচের প্রয়োজন হয়।বোনার ৩০ তেন ও ৪৫ দিনের মাথায় ২ % ডি.এ.পি দ্রবণ স্প্রে করা প্রয়োজন।বীজ বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় ০.৫ চিলেটেড জিঙ্ক, ৪ সপ্তাহের মাথায় ১.৫ গ্রাম ডাইসোডিয়াম অক্টাবোরেট ও ৫সপ্তাহের মাথায় ০.৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

তিল -তিল চাষে সাধারণত ২ টি সেচ দিতে হয়, প্রথমটি বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পর ও দ্বিতীয়টি এর আরো ২০-২৫ দিন পরে দিতে হবে।এই ফসলের প্রধান রোগ ফাইলোডী ও পাতা মোড়া। এই রোগ শোষক পোকা যথা জাবপোকা বা শ্যামাপোকার মাধ্যমে ছড়ায়। আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। প্রতিকার হিসেবে মিথাইল-ডিমেটন ঘটিত ওষুধ যেমন মেটাসিসটক্স বা ডাইমিথোয়েট ২.০ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

পাট- উত্তরবঙ্গের অল্পবৃষ্টিপাতযুক্ত উচু এলাকায় তিতা পাটের উন্নত জাত -- সোনালী,পদ্মা, রেশমা ইত্যাদি ফেব্রুয়ারির মাঝ থেকে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত বোনা যায়। বেলে-দোঁয়াশ, এঁটেল-দোঁয়াশ বা পলি-দোঁয়াশ মাটিতে পাট ভাল জন্মায় । মাটির পি.এইচ ৬ .০- ৭ .৫ এর মধ্যে থাকলে ভাল হয়। সাধারণত উঁচু ও মাঝারি জমিতে মিঠা পাট ভাল হয়। সব রকম জমিতে তিতা পাট চাষ করা যায়।মিঠা পাটের উন্নত জাতগুলি হল- চৈতালি, বাসুদেব, নবীন, বৈশাখী,তোষা, সুবর্ণজয়ন্তী তোষা, শক্তি, সূর্য, সুবলা, সুরেন, ইরা ইত্যাদি। তিঁতা পাটের উন্নত জাতগুলি হল- সোনালী, সবুজ সোনা, শ্যামলী, পদ্মা, রেশমা, মিতালী, শ্রাবন্তী, পার্থ, বিধান-১, বিধান-২, বিধান-৩ ইত্যাদি।

মূল সার হিসেবে মিঠা পাটে একর প্রতি ৫০ কেজি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ১৩.২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন। তিতা পাটে একর প্রতি ৬২৫ কেজি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৮.২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন।

ভাল ফলন পেতে গেলে পাটের পরিচর্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বুনলে পরিচর্যা খরচ কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। আগাছা মারতে হবে এবং অতিরিক্ত চাড়া তুলে ফেলতে হবে। প্রতি কামিটারে ৫৫-৬০ টি চারা রাখা উচিৎ। এছাড়া আগাছা নাশক ওষুধ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে।

চৈতি কলাই -চাষের উপযুক্ত জাতগুলি হল- বসন্ত বাহার (পি.ডিইউ-১), গৌতম(ডব্লু.বি.ইউ-১০৫), কালিন্দী(বি-৭৬)। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) ৩ -৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে, মুগের মত বীজ শোধন ও রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে। একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফরাস ও ১৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কলাই চাষে কোন চাপান সার লাগে না।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাষ রয়েছে।
পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে কালবৈশাখী সহ হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাষ রয়েছে।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর
পক্ষে

(স্বাক্ষর)

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ